রমযানুল মুবারকের আনুকূল্যে এবং প্রেক্ষাপটে, কবুলিয়তে দোয়ার শর্তসমূহ এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালাম যে জ্ঞানবর্দ্ধক উপদেশ-সমূহ প্রদান করেছেন, তার বর্ণনা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

8 APRIL 2022

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখের জুম'আর খুৎবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ ঃ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; আল্লাহ্তাআলার দয়ায় এখন আমরা রমযান মাসের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছি। এ মাস দোয়া কবুলিয়তের মাস। আল্লাহ্তাআলা এ মাসে বিশেষ অনুকম্পার স্রোত প্রবাহিত করেছেন। এ মাসে মানুষ নিজের প্রতিটি কাজ খোদাতাআলার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকেন। আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন যে; আল্লাহ্তাআলা বলেন, এমাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় তথা জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়; শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। সাধারণ অবস্থায় তো শয়তান মুক্ত থাকে কিন্তু রমযান মাসে তাকে বেঁধে রাখা হয় তথা খোদাতাআলা তার নিজের জন্য রাখা রোজাদার ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিজ সুরক্ষার ঘেরাতে নিয়ে নেন। আল্লাহ্তাআলা বলেন; রোযাদারের রোযার প্রতিফল তিনি স্বয়ং হয়ে যান। এটা কতই না মহান পুরস্কার।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; এ আয়াত যা আমি আপনাদের সামনে শুরুতে তেলাওয়াত করেছি; রমযানের অনিবার্যতা, মহত্ত্ব, আদেশ তথা রোযার গুরুত্বের ব্যাপারে বর্ণনাকৃত আয়াতগুলির মধ্যেকার একটি আয়াত। এতে আল্লাহ্তাআলা দোয়ার কবুলিয়তের পদ্ধতির বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। সেসমস্ত লোকেদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন; যাঁরা **'ইবাদুর-রহমান'** অর্থাৎ আল্লার এবাদতকারী বান্দা। অথবা যাঁরা **'ইবাদুর-রহমান'** হওয়ার চেষ্টা করছেন। আল্লাহ্তাআলা বলেন, চিন্তা করবে না; আমি তোমার নিকটেই রয়েছি। আমার সমস্ত এবং সম্পূর্ণ গুণাবলীর ওপরে তোমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর তথা ঈমান আনয়ন কর; অতঃপর দেখ যে কিভাবে দোয়া-স্বীকৃতির দৃশ্য তোমরা অবলোকন করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ প্রিয়দের উপকারের জন্য যে দরজা উন্মুক্ত করেছেন; সেটা মাত্র একটি, অর্থাৎ **'দোয়া'**। যখন কোন ব্যক্তি নিছক আগ্রহভরে

সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে; তখন মওলায়ে করীম তাঁকে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার চাদরে আভূষিত করেন।

দোয়ার কবুলিয়তের জন্য কেমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা প্রয়োজন? এ ব্যাপারে তিনি (আঃ) বলেন; যে ব্যক্তি নিজ কর্মের দ্বারা কাজ নেয় না; সে যেন দোয়া করে না বরঞ্চ খোদাতাআলার পরীক্ষা নেয়; এজন্যই দোয়া করার পূর্বে নিজের আভ্যান্তরিন সমস্ত শক্তিকে উপযোগে আনা জরূরী।

এ বিষয়টিকেও খোদাতাআলা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন; সেখানে তিনি বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا **অর্থাৎ ঃ যারা আমাদের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করে; আমরা অবশ্যই তাকে সঠিক রাস্তা দেখাই।** অতঃপর বিশেষ করে রমযান মাস; এ চেষ্টাকে প্রতিফলিত করার মাস।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন; এটা কেমন করে হতে পারে যে; এক ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে এবং অলসতার সহিত, এমনভাবে খোদার কৃপা থেকে লাভান্বিত হতে চায় যেন, তার সমস্ত বুদ্ধি, তার সমস্ত শক্তি তথা তার সমস্ত শ্রদ্ধা দ্বারা সে খোদাকে এমনি এমনিই পেয়ে যাবে। অতএব দোয়া কবুলিয়তের জন্য প্রয়োজন যে, সর্বপ্রথমে সে তার অবস্থান পরিবর্তন করুক; অতঃপর খোদার অন্বেষণে এগিয়ে যাক। আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন; খোদাতাআলা বলেন, যখন বান্দা আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসে; তখন আমি দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। সুতরাং খোদাতাআলা যে আমাদের প্রতি কৃপাবারি করে থাকেন একথা শুধু জানলেই হবে না পরন্তু তার প্রতি নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা রাখা অনিবার্য। এমন নয় যে, রমযানে দাবী করব যে আমরা নামায পড়ব; খোদার এবং বান্দাদের অধিকার আদায় করব কিন্তু রমযান পেরোলেই; খোদাতাআলা এবং তাঁর আদেশকে ভূলে বসব। রমযান পেরোলেই বস্তুবাদিতা আমাদের ওপরে প্রভাবিত হয়ে যায়। তখন কিন্তু একথা বললে চলবে না যে, খোদাতাআলা তো একথা বলেন যে আমি স্মরণকারীর ডাকে সাড়া দিই; কিন্তু তিনি আমার দোয়া তো শুনছেন না। আল্লাহ্তাআলা সর্বদা নিজ বান্দাকে ভালবাসার আলিঙ্গনে নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। তিনি তো বান্দাদের নিজের প্রতি আসতে দেখে এত অধিক খুশী হন; যেমনটি এক মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশী হয়ে থাকেন; অথবা যেমনটি এক মরু-পথযাত্রী যাত্রাপথে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ তার হারিয়ে যাওয়া উঁট হঠাৎ করে ফিরে পেয়ে খুশী হয়।

সুতরাং আমাদের সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিৎ যে; আমরা যেন সেই ঐশী কৃপাধারার অংশীদার হতে পারি তথা আল্লাহ্তাআলার প্রসন্নতা লাভকারী সংগামে কখনো পিছ-পা না হই। এটা এমন একটা বিষয়, যা শুনে অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরতে চাই।

তিনি (আঃ) বলেছেন; যেমনটি সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক কর্মের ক্ষেত্রে এক অনিবার্য পরিণাম রয়েছে; অনুরূপভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। খোদাতাআলা এই দুই ক্ষেত্রের উদাহরণের মাঝে স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা এরূপ কর্ম করেছেন; অর্থাৎ যাঁরা খোদাতাআলার সন্ধানের সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছেন; তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর এটাই যে, আমরা তাঁদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেব; আর যারা এক্ষেত্রে অবহেলা করেছে, তথা সোজা পথে চলার চেষ্টা করেনি; তাদের ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া এরূপ যে; আমরা তাদের অন্তরকে বক্র করে দেব।

তিনি আরো বলেন; মানুষের অন্তরে প্রকারান্তর অবস্থার উদয় হয়ে থাকে। অন্ততঃ খোদাতাআলা পবিত্র আত্মার দূর্বলতা দূরীভূত করেন, তথা সেই আত্মাকে পবিত্রতা এবং

পূণ্যের শক্তিরূপ পুরষ্কারে ভূষিত করেন। অন্য আরেক স্থানে বলেছেন; যে ব্যক্তি আমাদের রাস্তায় সংগ্রাম-সংঘর্ষ চালিয়ে যাবে; আমরা তাদেরকে নিজের রাস্তা দেখাব, এটাই হচ্ছে প্রকৃত ওয়াদা। এর উপরে তিনি আমাদের এই দোয়াও শিখিয়েছেন; اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ সুতরাং মানুষের উচিৎ যে; তারা যেন একথাকে সামনে রেখে নামাযের মাঝে অঝোরে দোয়া করে এবং এ ইচ্ছা রাখে যে, সেও যেন সে সমস্ত লোকেদের মাঝে নিজের স্থান করে নিতে পারে যাঁরা উচ্চস্তরীয় এবং বিবেক-বুদ্ধি লাভ করেছে।

কাদিয়ানের ঘটনা, কেউ বর্ণনা করেছে; হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর একজন সাহাবী মসজিদ মুবারক এর এক কোনে নামাযে দাঁড়িয়ে অতীব ভয়ার্তভাবে দুই হাত বেঁধে একাধারে দোয়া করে যাচ্ছেন; তাঁর দোয়া শোনার চেষ্টা করা হয়, শোনা যায় দোয়ার মাঝে তিনি বারংবার একাধারে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এই বাক্য বলেই চলেছেন।

তিনি (আঃ) বলেন; যত কাজ-কর্ম ব্যবসা পৃথিবীতে রয়েছে, সবকিছুতেই প্রথমে মানুষকে কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। যখন সে হাত-পা চালায়, তারপরে আল্লাহ্তাআলা তাতে বরকত দান করেন। এরূপেই খোদাতাআলার রাস্তায় সেসমস্ত ব্যক্তিরাই উচ্চস্তর লাভ করে থাকেন; যাঁরা সংঘর্ষ করে থাকেন.....বলেন, আল্লাহ্তাআলাকে পেতে হলে পরিশ্রম করা আবশ্যক; যেমনটি মাটির বুকে বীজ বপন করে বিনা সিঞ্চনে বরকত লাভ হয় না; উপরন্তু সেই বীজও নষ্ট হয়ে যায়, অনুরূপ তোমরাও খোদালাভের এ সংকল্পকে প্রতিদিন যদি স্মরণ না কর তথা তাতে সফলতার জন্য এরূপ দোয়া না চাও যে, হে খোদা তুমি আমাদের এ উদ্দেশ্যে সফলতা দান কর; আল্লাহ্র কৃপাবারি তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে না।

তিনি আরো বলেন; وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রয়োজনীয় চেষ্টার যতখানি তার দায়িত্বে রয়েছে; তা যেন সে পূর্ণ করে। এমনটি যেন না হয় যে, যদি পানি বিশ হাত মাটি খোদার পর বাহির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; অথচ সে মাত্র দুই হাত খোদার পর তার উদ্যম পরিত্যাগ করে।.....মানুষ পার্থিব স্বার্থে কষ্ট উঠায়; এমনকি কিছু লোক তো এ ইচ্ছাতেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে; পরন্তু আল্লাহ্তাআলার জন্য একটি কাঁটা ফোটার যন্ত্রনা সহ্য করার মত কষ্ট পছন্দ করে না।

আল্লাহ্তাআলা বলেন; আমাদের রাস্তায় সংঘর্ষকারী প্রকৃত রাস্তার সন্ধান লাভ করবে। এর অর্থ এটাই যে; এ রাস্তার সংবাদ বাহকের সহিত মিলিত হয়ে সংঘর্ষ করতে হবে, এক-দুই ঘণ্টার পরে সঙ্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া প্রকৃত মুজাহিদের কাজ নয়।

অতঃপর তৌবা ও ইস্তিগফার এর প্রতি ধ্যান আকর্ষন করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন; তৌবা ও ইস্তিগফার খোদা প্রাপ্তির মাধ্যম.....সাহাবীদের জীবন দেখ। তাঁরা কেবলমাত্র সামান্য নামাযের মাধ্যমেই সেই স্তর লাভ করেছিলেন? না, তা নয়! বরঞ্চ তাঁরা খোদাতাআলার খুশী লাভ করার নিমিত্তে নিজেদের প্রাণের চিন্তা পর্যন্ত করতেন না; তথা গরু-ছাগলের মত বলির পাত্র হয়ে যান; অতঃপর তাঁরা সেই স্তর লাভ করেন।

স্মরণ রেখো যে দোয়া একপ্রকারের মৃত্যু; এবং যখন মৃত্যুর সময়ে একপ্রকারের ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়; অনুরূপভাবে দোয়ার সময়েও ব্যাকুলতা তথা অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। এটাও স্মরণ রেখো যে সর্বাগ্রে সমস্তপ্রকারের দোয়ার মৌলিক তথা আবশ্যিক দোয়া এটাই যে; মানুষ নিজেকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে বিমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করে। এবং যখন এরূপ দোয়া কবুল হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ সর্বপ্রকার নোংরা তথা প্রদুষন থেকে পবিত্র হয়ে বিশুদ্ধ হবে এবং খোদার দৃষ্টিতে নির্মল হয়ে যাবে; অতঃপর অন্যান্য দ্বিতীয় সাংসারিক

প্রয়োজনীয়তার নিরিখে দোয়া অর্থাৎ তাকে আর দোয়া করতেই হবে না; তার সমস্যাবলীর দোয়া সমূহ নিজে থেকেই পূর্ণ হতে চলে যাবে। অতীব পরিশ্রমের সহিত পরিপূর্ণ এবং কষ্টকর সেই দোয়া, যে দোয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে গোনাহ্ হতে পবিত্র হওয়ার জন্য দোয়া করে..... দোয়া এক প্রকারের সংঘর্ষ। যে ব্যক্তির দোয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা থাকে না; দোয়া হতে দূরে থাকে; আল্লাহ্তাআলাও সেই ব্যক্তির চিন্তা ছেড়ে দেন ও তার থেকে দূরে চলে যান। দোয়ার ক্ষেত্রে অস্থিরতা বা অধৈর্য কোন কাজে আসে না। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এসব কথার ওপরে আমল করার সামর্থ দান করুন তথা এই রমযানকে আমাদের জন্য আল্লাহ্তাআলার সহিত সত্যিকারের ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনকারী হিসাবে পরিগণিত করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দোয়া জারী রাখুন। আল্লাহ্তাআলা বিশ্বকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করুন; এবং এদেরকে সৎবুদ্ধি দান করুন; যাতে করে এরা নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, নামাযে জুমআর পরে আমি এক ওয়েবসাইট তথা মোবাইল এ্যপ্লিকেশন এর উদ্ঘাটন করব; যা এম.টি.এ. তৈরী করেছে। এতে তিন'শ তেরো বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে আমার দেয়া খুৎবার আলোকে সংযোজন করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠকগণ বদরী সাহাবীদের বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে তৈরী করা প্রোফাইল পড়তে পারবেন। প্রত্যেক সাহাবীদের বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের একটি করে ক্যুইজ উপলব্ধ রয়েছে; অনুরূপ জ্ঞানবর্দ্ধক চিত্র তথা কঠিন শব্দাবলীর নাম এবং আরবী উচ্চারণসমূহ এ থেকে শোনা যেতে পারে। আল্লাহ্তাআলা এই ওয়েবসাইটকে জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর করুন। আমিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

8 APRIL 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in